০৬-০৫-১৭ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - জীবিকানির্বাহের জন্য যদিও বা তোমাদের কর্ম করতে হয়, তবুও কমপক্ষে ৮ ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করে সারা বিশ্বকে শান্তির দান দিয়ে নিজসম বানানোর সেবা করো ।"

প্রশ্নঃ - সূর্যবংশী ঘরানায় উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থ কি ?

উত্তরঃ - ১) সূর্যবংশী ঘরানায় উঁচু পদ পেতে হলে বাবাকে স্মরণ করো আর অন্যকে স্মরণ করাও । যত তোমরা স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাবে এবং অন্যকেও ঘোরাতে উত্সাহিত করবে ততই উঁচু পদ লাভ করবে । ২) পুরুষার্থ করে পাশ উইথ অনার হও । এমন কোনও কর্ম করোনা যার জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হয় । সাজা প্রাপ্তদের পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায় ।

*গীতঃ- এই পাপের দুনিয়া থেকে শান্ত, নির্বিঘ্ন দুনিয়ায় নিয়ে চলো..... *

ওম্ শান্তি । এটা বাচ্চাদের প্রার্থণা । কোন বাচ্চাদের ? যারা এখনও বোঝেনি । তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবা আমাদের পাপের দুনিয়া থেকে পুণ্য দুনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছেন । সেখানে অবিরাম আরাম ; দুঃখের লেশমাত্র নেই । এখন তোমরা তোমাদের অন্তর্মনকে প্রশ্ন করো, আমরা কিভাবে সুখধাম থেকে এই দুঃখধামে এসেছিলাম ! সবাই জানে ভারত প্রচীন দেশ । ভারতই সুখধাম ছিল । দেবী-দেবতাদের একটাই মাত্র রাজ্য ছিল, গড কৃষ্ণ এবং গডেস রাধে অর্থাত্ গড নারায়ণ এবং গডেস লক্ষ্মী রাজ্য শাসন করতেন । তোমরা সবাই জানো, ভারতবাসী কেন তাদের নিজেদের আবারও পতিত ভ্রষ্টাচারী বলছে । তোমরা এও জানো, ভারত সোনার দেশ ছিল । পরশনাথ, পরশনাথিনীর রাজ্য ছিল অর্থাত্ যাঁরা দৈবী বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন তাঁদের রাজ্য ছিল । তাহলে কিভাবে তাঁরা এমন ভ্রষ্টাচারী অবস্থায় পৌঁছালেন ? বাবা বোঝান, আমি এখানে জন্ম নিই কিন্তু আমার জন্ম দিব্য । তোমরা জানো যে, তোমরা শিববংশী এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী । বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরা প্রথমে অবশ্যই তাদের জিজ্ঞাসা করো - তোমরা গড ফাদারকে জানো ? তারা বলবে, ফাদার । তোমরা কেন জিজ্ঞাসা করছ, তাঁর সাথে আমাদের সম্বন্ধ কি ? তিনি তো পিতাই ! সমস্ত আত্মা নিরাকার শিববংশী, সুতরাং সকলেই ব্রাদারস । তাহলে সাকার প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে প্রত্যেকের সম্বন্ধ কি ? সবাই বলবে তিনি পিতা, যাঁকে আদি দেব বলা হয়ে থাকে । শিব, নিরাকার বাবা, তিনি ইমমরটাল অর্থাত্ অবিনশ্বর । আত্মারাও অবিনাশী । তারা তাদের এক সাকার শরীর ছেড়ে অন্য আরেক শরীর নেয় । তোমরা নিরাকার শিববংশী । সেইজন্য শিববংশী তোমরা কুমার কুমারী হতে পারনা । আত্মাদের মধ্যে কুমার-কুমারী হয়না । প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চাদের মধ্যে কুমার -কুমারী আছে । প্রারম্ভকাল থেকেই তোমরা শিববংশী । শিববাবা জন্ম এবং পুনর্জন্মের চক্রে আসেননা, কিন্তু তোমরা আত্মারা পুনর্জন্মে প্রবেশ করো । আচ্ছা তোমরা তো পুণ্য আত্মা ছিলে তাহলে কিভাবে পাপ আত্মায় পরিণত হলে ? বাবা বলেন, তোমরা ভারতবাসী নিজেরাই নিজেদের চড় মেরেছ । তোমরা তাঁকে পরমপিতা বলো কিন্তু তারপরে আবার বলো তিনি সর্বব্যাপী । যে বাবা তোমাদের পুণ্য আত্মা বানাচ্ছেন তোমরা তাঁকে বিড়াল কুকুরের মধ্যে এবং নুড়ি-পাথরের মধ্যে রেখে দিচ্ছ ! তোমাদের তো তিনি বেহদের বাবা যাঁকে তোমরা স্মরণ করো ! প্রজাপিতা ব্রহ্মামুখ দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণ রচনা করেন । তোমরা ব্রাহ্মণরা তারপর দেবতায় পরিণত হও । একমাত্র বাবাই পতিতকে পবিত্র বানাতে পারেন । তাঁর ডিফেম তোমরাই সবচেয়ে বেশী করেছ এইজন্য তোমাদের বিরুদ্ধে ধর্মরাজ দ্বারা কেস

হবে । প্রকৃতপক্ষে, তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, পাঁচ বিকাররূপী রাবণ । তোমাদের এখন ঈশ্বরীয় বুদ্ধি আর বাকি সকলের আসুরিক বুদ্ধি । রামরাজ্যে তোমরা কত সুখী ছিলে, রাবণ রাজ্যে তোমরা অনেক দুঃখী হয়েছ । সেখানে পবিত্র ডিনায়স্টি, এখানে পতিত ডিনায়স্টি । এখন তোমরা কার মতে চলবে ? এক নিরাকার, তিনিই পতিতপাবন । মানুষ বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী অথবা তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন । সেই নিশ্চয়ের সাথে তারা মানুষকে দিয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ নেওয়ায় । একমাত্র তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা এই সময় এখানে আছেন । আমরা তা' চোখ দিয়ে দেখি । আত্মা জানে পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীরে এসেছেন । তাঁকে আমরা জানি এবং চিনি । শিববাবা আবার একবার ব্রহ্মাতনে প্রবেশ করে বেদ শাস্ত্রের সার এবং সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য বুঝিয়ে আমাদের ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন । স্ব-দর্শন চক্রধারীকে ত্রিকালদর্শী বলা হয়ে থাকে । বিষ্ণুহস্তে এই চক্রই দেখানো হয় । তোমরা ব্রাহ্মণরা আবারও সেই দেবতা তৈরি হও । দেব আত্মা এবং শরীর দুইই পবিত্র হয়, সেক্ষেত্রে তোমাদের শরীর তৈরি হয়েছে বিকার থেকে ! এমনকি তাসত্ত্বেও, শেষের দিকে তোমরা আত্মারা পবিত্র হয়ে যাও, কিন্তু তোমাদের শরীর অপবিত্র থাকে সেইজন্য তোমাদের স্ব-দর্শন চক্রধারী দেখানো হয়না । একমাত্র যখন তোমরা সম্পূর্ণ হও, বিষ্ণুর বিজয়মালা হতে পারো । প্রথমে রুদ্রমালা আর তারপরে বিষ্ণুর মালা । রুদ্রমালা নিরাকারের আর তারপরে যখন তারা সাকার দুনিয়ায় এসে রাজ্য শাসন করে তারা বিষ্ণুর মালা হয়ে যায় । এইসব কথা তোমরা এখন জানো । মানুষ গেয়ে থাকে, হে পতিতপাবন এসো, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই এক হলেন, তাই না ! তোমরা জানো একমাত্র বাবাই সকল পতিতকে পবিত্র বানান, সুতরাং মোস্ট বিলাভেড ইনকর্পোরিয়াল গড ফাদার হলেন পতিতপাবন । তিনি হলেন বড় বাবুল । ছোট বাবাকে তারা সবাই ডাকে কিন্তু যখন তারা দুঃখী হয় তখন পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে । এইসব জিনিস বুঝতে হবে । প্রথমতঃ, এই একটা বিষয় তাদের বোঝাতে হবে,পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের সম্পর্ক কি ! মানুষ শিব জয়ন্তী পালন করে । নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা অতি গুরুত্বপুর্ণ । যতবড় পরীক্ষা ততবড় টাইটেল লাভ করতে হবে, তাই না ! বাবার টাইটেল অনেক বড় । দেবতাদের মহিমা কমন । সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ . . . .শুরু থেকে মধ্য -অন্ত পর্যন্ত সবচেয়ে বড় হিংসা এবং দুঃখের কারণ হলো পরস্পরের ওপর কাম কাটারি চালানো । এটাই সবচেয়ে বড় হিংসা । এখন তোমাদের ডবল অহিংসক হতে হবে । ভগবানুবাচ - হে বাচ্চারা, তোমরা আত্মা, আমি পরমাত্মা । তোমরা ৬৩ জন্ম বিষ সাগরে ডুবে আছ । আমি এখন তোমাদের ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাচ্ছি । অন্তিমের এই অল্প সময়টুকু তোমরা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো । এই মত্ খুব ভালো, তাই না ! তারা বলেও, আমাদের পবিত্র করো । পবিত্র আত্মারা মুক্তিতে থাকে, সত্যযুগে জীবনমুক্তিতে । বাবা বলেন, সূর্যবংশী হতে চাইলে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো । আমাকে স্মরণ করো এবং অন্যদেরও স্মরণ করাও । তোমরা যত স্ব-দর্শন চক্রধারী হবে এবং অন্যকেও তদ্রূপ করাবে ততই তোমরা উঁচু পদ লাভ করতে পারবে । এখন দেরাদুন নিবাসী প্রেম বচ্চিকে দেখ । দেরাদুন নিবাসী সবাই তো স্ব-দর্শন চক্রধারী ছিলনা । তাহলে এখন তারা সেইরকম হলো কি করে ? প্রেম বচ্চি তাদেরকে নিজ সমান বানিয়েছে । এইভাবে নিজসম বানাতে বানাতে ঝাড়ের বৃদ্ধি হয় । দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি দেওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে তাই না ! আট ঘন্টা তো তোমাদের ছুটি ! জীবিকার্জনের জন্য তোমাদের ব্যবসাদি করতে যেখানেই যাওনা কেন, আমাকে স্মরণ করো । তোমরা বাবাকে যত স্মরণ করবে, সারা বিশ্বে তত শান্তি ছড়িয়ে দিতে পারবে । যোগের দ্বারা শান্তি দান কোনও ডিফিকাল্ট কিছু নয় । মাঝে মাঝে যোগে বসানো হয়, যাতে সংগঠনের বল একত্রিত হয়ে যায় । বাবা বুঝিয়েছেন, শিববাবাকে স্মরণ করে তাঁকে বলো - বাবা, এই একজন আমাদের কুলের, এর বুদ্ধির তালা খুলে দাও । স্মরণের এটাও একটা ভালো কৌশল । এই

প্র্যাকটিস করতে থাকো । ঘুরতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, বাবা এদের সবাইকে আশিস দাও ! একমাত্র করুণাময় বাবাই আশিস দিতে পারেন । হে ভগবান, একে দয়া করো । এইভাবে তো ভগবানকেই বলা হয়, তাই না ! তিনিই একমাত্র মার্সিফুল, নলেজফুল এবং ব্লিসফুল । তিনি পবিত্রতায় এবং ভালবাসায়ও ফুল । তাহলে ব্রাহ্মণ কুলভূষণ তোমরা, তোমাদের নিজেদের মধ্যে কত ভালোবাসা থাকা উচিত্ ! কারও দুঃখের কারণ হয়োনা । সেখানে তো এমনকি জানোয়ারেরাও কখনও লড়াই করেনা । তোমরা বাচ্চারা ঘরে থেকে সামান্য কথায় ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই ঝগড়া করো । ওখানে জানোয়ার ইত্যাদিও লড়াই করেনা । তোমাদেরও শিখতে হবে । বাবা বলেন, তোমরা না শিখলে বড় রকমের শাস্তি পেতে হবে আর তোমাদের পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । আমরা কেন সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার মতো কাজ করব ? পাস উইথ অনার হওয়া উচিত্ তাই না ! তোমরা আরও অগ্রসর হলে বাবা সবকিছুর সাক্ষাত্কার করাবেন । সময় এখন খুব অল্পই বাকি আছে, তাই তাড়াতাড়ি করো ! মানুষ অসুস্থ হলে তাদের "রাম, রাম" বলতে বলা হয় । তারা ভিতর থেকেও বলে । শেষের দিকেও কেউ কেউ তীব্রগতিতে এগিয়ে যায় । মেহনত করে তারা সামনের দিকে এগিয়ে যায় ; তোমরা অনেক ওয়ান্ডার দেখবে । নাটকের শেষ ভাগে ওয়ান্ডারফুল পার্ট থাকে । শেষেরই মহিমা গাওয়া হয়, সেইসময় তোমরা অনেক খুশিতে থাকবে । যার মধ্যে জ্ঞান নেই সে তো সেখানেই অজ্ঞান হয়ে যাবে । অপারেশন চলাকালীন সার্জন কোনও দুর্বলকে কাছে দাঁড়াতে দেয়না । পার্টিশনের সময় কি হয়েছিল, সবাই দেখেছ তো ! কি হয়েছিল তোমরা সবাই দেখেছিলে । এটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক সময় ; একে বলা হয় কারণ ছাড়াই রক্তপাত ! এইসব দেখার জন্য তোমাদের অনেক সাহস প্রয়োজন । তোমাদেরই ৮৪ জন্মের কাহিনী । আমরা সেই দেবী-দেবতা, যারা রাজ্য শাসন করেছি, তারপর মায়ার বশবর্তী হয়ে বিকারের পথে ভূপতিত হয়েছি । আমরা আবারও একবার দেবী-দেবতা হচ্ছি । ক্রমাগত এটা স্মরণ করতে থাকলে তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে । এটাই স্ব-দর্শনচক্র, তাই না ! আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বাবাসম সর্বগুণের ফুল হতে হবে । নিজেদের মধ্যে খুব ভালবেসে থাকতে হবে । কখনও কাউকে দুঃখ দিওনা ।

২) চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণের অভ্যাস করতে হবে । স্মরণে থেকে বিশ্বে শান্তির দান দিতে হবে ।

বরদানঃ- সঙ্গমযুগে অবিরত প্রত্যক্ষ এবং তাজা ফল খেয়ে শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যবান ভব

সঙ্গমযুগেরই বিশেষত্ব যেখানে একের শতগুণ প্রাপ্তি হয় এবং প্রত্যক্ষ ফলও লাভ হয় । এখনই সেবা করে এখনই খুশিরূপী ফলের প্রাপ্তি । সেইজন্য যারা প্রত্যক্ষ ফল অর্থাত্ তাজা ফল খায় তারাই শক্তিশালী বা সুস্বাস্থ্যের পরিচায়ক হয় । কোনও দুর্বলতা তাদের কাছে আসতে পারেনা । দুর্বলতা

তখনই আসে যখন অমনোযোগী হয়ে কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়ে থাকে । অ্যালার্ট থাকলে সর্বশক্তি সাথে থাকবে এবং সর্বদা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী থাকবে ।

স্লোগানঃ- এক ব্রহ্মাবাবাকেই ফলো করো এবং অন্য সকলের গুণ গ্রহণ করো ।

সাকার মুরলি থেকে গীতার ভগবানকে প্রমাণ করার পয়েন্টস (ক্রমশঃ পার্ট ২)

১) *ভগবানুবাচ, তোমার অনেক জন্মের অন্তেরও অন্তে এসে তোমাকে এই জ্ঞান শোনাই, আবারও একবার শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার জন্যে* । এই পাঠশালার টিচার শিববাবা, শ্রীকৃষ্ণ নন । *মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, যিনি শিববাবা তাঁর থেকে প্রথমে স্বর্গের দুই পাতা, রাধা কৃষ্ণ বেরিয়ে আসেন* ।

২) *গীতাজ্ঞান দ্বারা তোমরা বাচ্চারা এখন তোমাদের ভাগ্য গড়ছ* । অনেক জন্মের অন্তে পৌঁছে তোমরা সম্পূর্ণ তমঃপ্রধান হয়েছ, এখন তোমাদের আবার প্রিন্স হতে হবে । প্রথম প্রিন্স-প্রিন্সেস অবশ্যই রাধা কৃষ্ণ হবেন, তারপরে তাঁদের রাজ্যপাট চলতে থাকবে । স্বয়ংবর হওয়ার পরে রাধা-কৃষ্ণ হবেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ।

৩) *গীতায় বলা হয়েছে, ভগবানুবাচ, কিন্তু ভগবান কে, তারা ভুলে গেছে । শিবের পরিবর্তে গীতায় তারা কৃষ্ণের নাম রেখে দিয়েছে* । বাস্তবে, শিববাবা দুঃখ থেকে মুক্ত করে গাইড হয়ে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান । শ্রীকৃষ্ণ কাউকে মুক্ত করেননা, তিনি যখন নীচে আসেন তখন তাঁর পশ্চাতে দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারাও উপর থেকে নেমে আসে । তখন দেবতাদের ঘরানা শুরু হয় ।

৪) গীতা যারা পড়ে তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, মনমনাভব-এর অর্থ কি ? কে বলেছেন, আমাকে স্মরণ করো, তোমরা স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করবে ! নতুন দুনিয়ার স্থাপনাকারী কোনও কৃষ্ণ নয় । সে তো প্রিন্স । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনার গীত গাওয়া হয় । করনকরাবনহার কে ? তারা বলে, তিনি সর্বব্যাপী ।

৫) *বাবা নিজে এসে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করেন । এইম অবজেক্ট অতি স্পষ্ট । শুধু কৃষ্ণের নাম রেখে দেওয়ায় গীতার মাহাত্ম্য নষ্ট হয়ে গেছে* । এও ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে । এই সমগ্র নাটক, জ্ঞান আর ভক্তির ওপরে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে । তোমরা যে কোনও কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারো, 'মনমনাভব'-এর অর্থ কি ? কাকে ভগবান বলা যাবে ? উঁচু থেকেও উঁচু হন ভগবান, তবে তাঁকে কিভাবে সর্বব্যাপী বলা যাবে ?

৬) শিব ভগবানুবাচ । *গীতায় কৃষ্ণ ভগবানুবাচ, এইরকম বলা ভুল* (wrong) । একমাত্র শিবকে জ্ঞান সাগর পতিত পাবন বলা হয়ে থাকে । একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই সদগতি হতে পারে । এক এবং একমাত্র সদগতি দাতা হলেন বাবা ।

৭) *মানুষ শিববাবার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের নাম গীতায় রেখেছে । এটা মস্তবড় একটা ভুল* ! নাম্বার ওয়ান ভুলই গীতায় করা হয়েছে । বাবা স্বয়ং এসে তোমাদের এই ভুলের কথা বলেন, আমিই পতিতপাবন, শ্রীকৃষ্ণ নন । রাজযোগ শিখিয়ে আমি তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানিয়েছি । মহিমাও

আমার – অকাল মূর্ত, জন্মের ঊর্ধে । এই মহিমা কৃষ্ণের হতে পারেনা ; কৃষ্ণকে পুনর্জন্মে আসতেই হয় ।

৮) *গীতায় আমিই বলেছি – একমাত্র আমাকে স্মরণ করো । কৃষ্ণ একথা বলতে পারেননা* । উত্তরাধিকার একমাত্র বাবার থেকে লাভ করা যায় । তোমরা যখন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করবে তখনই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে । *আমি আত্মা, এই নিশ্চয় দৃঢ় করতে হবে । আমার বাবা পরমাত্মা । তিনি বলেন, আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের উত্তরাধিকার দেব । আমি সকলের সুখদাতা* ।

৯) ভগবানুবাচ । বাবা বোঝান, *ভগবান পুনর্জন্ম রহিত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পুরো ৮৪ জন্ম নেন* । গীতায় তারা শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখে দিয়েছে । তারা নারায়ণের নাম কেন রাখেনি ? এতো কেউ জানেনা যে, শ্রীকৃষ্ণই নারায়ণ হন । শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্স ছিলেন, তারপর রাধার সাথে বিবাহ হলে নাম পরিবর্তন হয়ে শ্রীলক্ষ্মী এবং শ্রীনারায়ণ হন ।

১০) *উচ্চতম থেকেও উচ্চ, এক ভগবান, সকলে তাঁকেই স্মরণ করে* । রাজযোগের এইম অবজেক্ট এই লক্ষ্মী- নারায়ণ তোমাদের সমুখে দাঁড়িয়ে । কৃষ্ণকে কেউ বাবা বলবেনা, সে বাচ্চা । শিবকে বাবা বলা হবে, কিন্তু তাঁর নিজস্ব কোনও দেহ নেই ।